দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের

কালো আইন চাপিয়ে দিলে প্রতিহত করা হবে : ঢাবি শিক্ষক নেতৃবৃন্দ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতারা বলেছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন এবং বিয়োজনের প্রয়োজন হলে তা শিক্ষকরা করবেন। শিক্ষক সমাজের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া আমব্রেলা অ্যাক্টের মতো কোনো কালো আইন চাপিয়ে দিলে শিক্ষক সমাজ তা প্রতিহত করবে। গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ কথা বলেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রেসিডেন্টের আদেশ হিসেবে প্রণীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য আমব্রেলা অ্যাক্ট-২০০৭ এর বসড়া আইনটি একটি কালো আইন হিসেবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। তথাকথিত এ অ্যাক্ট মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম অর্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর সরাসরি লংঘন।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি সদরুল আমিনের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমব্রেলা অ্যাক্ট ২০০৭ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে দিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করার সরকারী অপচেষ্টা অত্যন্ত স্পষ্ট। যেখানে মঞ্জুরি কমিশন সৃষ্টি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের, স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন রক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে, সেখানে মঞ্জুরি কমিশনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথার ওপর একটি খড়্গ হিসেবে রাখার কথা বলা হয়েছে এই অ্যাক্টে। তিনি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার জন্য ১৯৭৩ আদেশ কোনোভাবেই দায়ী নয়। বরং বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক এ আদেশের মূল মর্মবাণীর বিরুদ্ধে বারবার নগ্ন হস্তক্ষেপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

প্রফেসর সদরুল আমিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্ব শুধুমাত্র মঞ্জুরি ও আর্থিক কাজকর্ম দেখার, সব ক্ষেত্রে মঞ্জুরি কমিশনের হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যত অনিয়ম-দুর্নীতি আইনের কারণে হয়নি, বরং তা হয়েছে বিগত সরকারগুলোর নগ্ন হস্তক্ষেপের কারণে। শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো মিল ফ্যাক্টরী নয় যে, তাদের এক আইনের আওতায় আনতে হবে। প্রস্তাবিত আমব্রেলা অ্যাক্টের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারী হস্তক্ষেপ বাড়বে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারী নয়, এগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. আবতারুজ্জামান বলেন, প্রস্তাবিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিষয়েও ইউজিসি'র হস্তক্ষেপের কথা বলা হয়েছে, যা কখনো হতে পারে না।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. হারুন অর রশিদ, সিন্ডিকেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম, প্রফেসর শাহজাহান ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।